Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.139-147
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার একটি পর্যালোচনা

মনোজিৎ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয় ও গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Sheikh Mujibur Rahman was the President of Bangladesh, the father of nation and the architecture of the nation. Secularism was one of the important features of his political thought. At the same time, he was a practicing Muslim. He used to offer five times prayers, used to fasting in the month of Ramadan and also followed fundamental teachings of Islam. He wanted to make secularism and Islam compatible in Bangladesh. Hence with the inclusion of secular principles in the constitution he wanted to protect the rights of religious minorities in Bangladesh. It was a bold step on the part of Mujibur Rahman. He was associated in the year 1975 and after his death secularism suffered a setback in Bangladesh. His beloved daughter Sekh Hasina has tried to follow the secular principles of her father in order to protect the rights of religious minorities in Bangladesh. In his article, an attempt has been made to understand how Mujibur Rahman tried to make secularism and Islam compatible in Bangladesh.

Key Words: Bangabondhu, Islam, Secularism, Politics, Bangladesh.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, জাতির জনক ও দেশটির রূপকার। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। তাঁর দর্শন মুজিববাদ-এর অন্যতম নীতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। অন্যদিকে শেখ মুজিব ছিলেন একজন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী খাঁটি মুসলমান। তিনি নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন, কুরান শরীফ পড়তেন ও যাবতীয় ইসলাম ধর্মের নিয়ম কানুন মেনে চলতেন। 'শেখ মুজিব আমার পিতা' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা লিখেছেন- তাদের পূর্বপুরুষ ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কিভাবে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হবে এই প্রবন্ধে।[১]

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন মুসলিমলীগের পাকিস্তান আন্দোলনের একজন সৈনিক। এই উদ্দেশ্যে মুসলিমলীগের সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেরিয়েছেন। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাস হওয়ার পর হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাথাচাড়া দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই এই দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। খুন, লুটপাটের অভিযোগে তিনি কারারুদ্ধ হন। শেখ মুজিব তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-তে লিখেছেন এটাই ছিল তাঁর প্রথম কারাবাস। উল্লেখ করা প্রয়োজন পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিব বহুবার কারাবরণ করেছেন।[২] মোহাম্মদ আলী জিন্নার পাকিস্তান আন্দোলনের স্বপক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানের বহু বক্তব্য প্রত্যক্ষ করা যায়। অধ্যাপক রওনক জাহান তাঁর "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা" প্রবন্ধে লিখেছেন যে বঙ্গবন্ধু বলেছেন মুসলিম লীগকে জনগণের দলে পরিণত করার জন্য হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কাজ করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাত্ত্বিক আলোচনা অপেক্ষা বাস্তব সমস্যা সমাধানে বেশি আন্তরিক ছিল। তিনি বক্তৃতা করতেন সহজ সরল ভাষায়। এই প্রবন্ধেই রহমত জাহান দেখাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু তাঁর সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন আগে পাকিস্তান আনতে দাও পরে তাত্ত্বিক আলোচনা ও গল্প করা যাবে। এই বক্তব্য থেকে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি বঙ্গবন্ধুর প্রবল আবেগ প্রত্যক্ষ করা যায়।[৩]

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-র দ্বিজাতি তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শক্তিশালী বৃহৎ পাকিস্তান গঠনের ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের সক্রিয় উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল। ভারত বিভাগের সময় সিলেট জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে, না নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে যোগ দেবে, সেই বিষয়টি নিয়ে গণভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংখ্যাগরীষ্ঠ জনগণ যেদিকে ভোট প্রদান করবে সিলেট সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হবে। হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাছাই করা ৩০০ মুসলিমলীগ কর্মী সিলেটে পাঠান। এদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অন্যতম। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৩৮ সালে গোপালগঞ্জে সোহরাওয়ার্দী সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দক্ষ সংগঠক শহিদ সোহরাওয়ার্দী প্রথম দেখাতেই শেখ মুজিবকে একজন দক্ষ কর্মী হিসেবে মনে হয়েছিল। তাই দেখা যায় হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।

এক শ্রেণির মুসলিম ধর্মগুরু প্রচার করতে থাকেন যে, পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়া হারাম, তারা ভারতের পক্ষে ভোট দেওয়ার আবেদন জানাতে থাকে। এবং শেখ মুজিবের

নেতৃত্বে মুসলিম লীগ কর্মীরা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানাতে থাকে। দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার যখন তুঙ্গে উঠেছে সেই সময় একটি বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে মুসলিম মৌলবি ও মৌলানারা ভারতের পক্ষে ও শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন ও বক্তব্য রাখেন। এই সভায় পাকিস্তানের পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন শেখ মুজিবুর রহমান। দশ হাজার লোকের এই সভায় স্লোগান ওঠে পাকিস্তান জিন্দাবাদ, মোঃ আলী জিন্নাহ জিন্দাবাদ। পরবর্তী সময়ে দেখা গেল মুসলিম ধর্মগুরুদের মদতপুষ্ট একদল দুষ্কৃতি শেখ মুজিবের উপর আক্রমণ করতে আসলে শেখ মুজিব বলেন- "আমি মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বললাম আমাকে মেরে যদি শান্তি পান মারুন"।[৪] শেখ মুজিবুর রহমান সিলেটকে পাকিস্থানের অন্তর্ভূক্ত করার সক্রিয় উদ্যোগ না নিলে সিলেটের রাজনৈতিক ভাগ্য ভিন্ন পথে প্রবাহিত হতে পারত। অন্যভাবে বলা যায় সিলেট হয়তো মূল ভারতের অংশ হিসাবে থেকে যেত, বিচ্ছিন্ন হতো না।

ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রবল আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন বাংলাদেশে এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করলেও বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্র এটা প্রমাণ করার ব্যাপারে শেখ মুজিব আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশকে আরব লীগের সদস্যপদ গ্রহণের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৪ সালে আরব লীগের সদস্যপদ গ্রহণ করে বাংলাদেশ। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন তৈরি করেন। এছাড়াও সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি ইসলামী নিয়ম কানুন অনুসরণ করতেন। সরকারি টাকা ধর্মের উন্নয়নের ক্ষেত্রে খরচ করার সংস্থানও শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে লক্ষ্য করা যায়।

অন্যভাবে বলা যায় প্রতিবেশী দেশ ভারত যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করেছে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সেই ভাবে গ্রহণ করেননি। যেমন ভারতের কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই অর্থাৎ ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার এখানে রাষ্ট্র ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপ করবে না, সরকারি কোষাগার থেকে কোন টাকা ধর্মীয় কোন উদ্দেশ্যে খরচ করা যাবে না। তাই দেখা যায় এনডিএ সরকার অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে আন্তরিক হলেও এই উদ্দেশ্যে সরকারি কোষাগার থেকে কোন টাকা খরচ করেননি।

গভীর অন্তদৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মান্ধত ছিলেনই না, বরং সাম্প্রদায়িক সংঘাতেরও বিরোধী ছিলেন। প্রকৃত

প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ না করার ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মানুষ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন হত দরিদ্র মুসলিম সমাজের মানুষদের জমিদার জোতদারদের শোষণ থেকে মুক্তি দিতে। 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' গ্রন্থে মুনতাসির মামুন ও মোহাম্মদ রহমান দেখাচ্ছেন শুধুমাত্র হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়িকতার কারণেই ভারত বিভাগ হয়নি, অর্থনৈতিক কারণেরও সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল। তিনি আরও দেখাচ্ছেন ভারত বিভাগের জন্য শুধু মুসলিমদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে কংগ্রেস নেতারা এই ধারণা সমর্থনযোগ্য নয়।[৫]

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ১০০ শতাংশ বাঙালি। হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসু স্বাধীন বাংলা গঠনের যে প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু তাদের সঙ্গে ছিলেন। বিভিন্ন বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেছেন, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ভারত ভেঙে দুটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। মুজিব অভিযোগ করেন ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কনভেনশনে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে লাহোর প্রস্তাব পরিবর্তন করা হয়। STATES শব্দ থেকে 'S' বাদ দিয়ে STATE করা হয়। এই 'S' এর পরিবর্তন পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক দুর্দিন ডেকে এনেছে।[৬]

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মোঃ আলী জিন্নাহ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-র ডাক দেন। মুসলিম লীগের এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কলকাতায় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এই বিষবাষ্প যখন কলকাতাকে গ্রাস করেছে, সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমান এই দাঙ্গা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে ও সৌভ্রাতৃত্ব সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শেখ মুজিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বহু মুসলিমকে যেমন তিনি দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন আবার বহু হিন্দুকেও শেখ মুজিব রক্ষা করেছিলেন ঘাতক দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে।[৭]

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে শেখ মুজিব লিখেছেন হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী তাকে বলেছিলেন পূর্ব বাংলায় গিয়ে হিন্দু-মুসলিম সৌভ্রাতৃত্ত ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখতে কাজ করো। তাই দেখা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন করে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ প্রচারের চেষ্টা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগকে ধর্মনিরপেক্ষ দলে রূপান্তরিত করার জন্য আওয়ামী মুসলিম নামটি পরিবর্তন করে আওয়ামী লীগ রাখেন।

পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী বাংলা ভাষা হিন্দুদের ভাষা হিসেবে গণ্য করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে ঘোষণা করে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলায় দেখা দেয় ভাষা আন্দোলন। শেখ মুজিব বাংলার ছাত্র সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দূরদর্শী রাজনীতিবিদ মুজিব উপলব্ধি করেছিলেন এর মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করতে চায়, তাই তিনি এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এটা ছিল শেখ মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।[৮]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অ-সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার একটি মূল্যবান দলিল হল 'আমার দেখা নয়া চীন' গ্রন্থ। চীনা শান্তি কমিটির ডাকে ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে চীনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। চীনের বিভিন্ন প্রান্ত ভ্রমণ করে তার যে বিপুল অভিজ্ঞতা হয়েছিল এই গ্রন্থটিতে সেই অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই গ্রন্থটিতে শেখ মুজিবুর রহমান নয়া চীনের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতির দিকের পাশাপাশি ধর্মীয় বিষয়েরও আলোকপাত করেছেন। জাত-পাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছে নয়া চীন সরকার। তাই তিনি নয়া চীন সরকারের ভূয়ষী প্রশংসা করতে কোন দ্বিধাবোধ করেননি। শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে দাবী করেন যে, কোন সরকার যদি মনে করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবসান ঘটাবে তাহলে সহজেই সরকার তা করতে পারে। এই গ্রন্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা ও সংঘাতের তীব্র নিন্দা করেছেন শেখ মুজিবর রহমান।

শেখ মুজিবুর রহমান ১০০ শতাংশ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এক শ্রেণীর মুসলিম ধর্মগুরু লোক ঠকিয়ে ইসলামের নামে যে ভাঁওতাবাজি চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান খর্গহস্ত হয়েছেন। এই সমস্ত ধর্মগুরুদের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন "ধর্মের দোহাই দিয়ে সেখানে আজ রাজনীতি চলে না, যা চলছে আজও আমাদের দেশে। অনেক নেতাকে আমি জানি যারা মুসলিম লীগের সদস্য, যাদের সাথে আমি বহুদিন রাজনীতি করেছি তারা ইসলামের যে কয়েকটা কাজ করা নিষেধ আছে তার প্রত্যেকটাই করে। আরব ইলেকশনে দাঁড়াইয়া বড় বড় পীর মাওলানাদের হাজির করে তাদের কাছ থেকে ফতোয়া নেয় টাকা দিয়া"।[৯] শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার

তীব্র নিন্দা করে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী ধ্যানধারণার বিকাশের উপর জোর দিয়েছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন জাত-পাত, ধর্ম, বর্ণ যাবতীয় সংকীর্ণ ধ্যানধারণার ঊর্ধ্বে। তাইতো তিনি বঙ্গবন্ধু, তাইতো তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। মানুষের প্রতি তার কঠোর কঠিন আত্মত্যাগ ও ভালোবাসা শেখ মুজিবকে শ্রেষ্ঠ বাঙালির শিরোপা এনে দিয়েছে। মানুষের প্রতি তার প্রবল ভালোবাসা বোঝা যায় তাঁর একটি উক্তির মধ্য দিয়ে। তিনি লিখছেন- "একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙ্গালীদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্প্রীতির উৎস ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।[১০]

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেন। ৬০-এর দশকে আইয়ুব খান সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিতে থাকেন। পাশাপাশি তিনি বাংলা ভাষা সংস্কারের উদ্যোগ নেন। রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করা হয়, পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলচ্চিত্র পূর্ব পাকিস্তানের যাতে প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে প্রতিবাদে মুখর হন। শেখ মুজিব উপলব্ধি করেন, এর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে আইয়ুব খান। শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ১৯৭১ সালে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম হয় স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের।

স্বাধীন বাংলাদেশে যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকে তার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুমোদনের সময় জাতীয় সংসদে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন- ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্ম থেকে বিচ্যুতি বোঝায় না, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ সকলেই তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে, শুধুমাত্র ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা যাবে না, ধর্মের নামে কোন নির্যাতন করা চলবে না।[১১]

মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কলকাতার ব্রিগেডে এক ঐতিহাসিক জনসভার ডাক দেন। এই সময় স্বাধীন বাংলাদেশের

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আমন্ত্রিত ছিলেন। লাখো মানুষের এই সভায় শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি আন্দোলনের সময় সাহায্য প্রদানকারী ভারত সরকার ও ভারতের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই সভায় বঙ্গবন্ধু অনুরোধ করেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ যেন আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ করে। ব্যর্থহীন ভাবে মুজিব জানান বাংলাদেশের সংবিধান চারটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে- এক, 'গণতন্ত্র'; দুই, 'জাতীয়তাবাদ'; তিন, 'সমাজতন্ত্র'; চার 'ধর্মনিরপেক্ষতা'।[১২] এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন শেখ মুজিবুর রহমান এমন এক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার ফলে ইসলামিক মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলো শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বিরোধিতা করার সাহস দেখাতে সক্ষম হয়নি।

১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট একদল সেনা অফিসার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। সঙ্গে সঙ্গে নবগঠিত বাংলাদেশে সূচনা হয় ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। ইসলামী মৌলবাদ মাথাচাড়া দেয়, শুরু হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামরিক শাসকদের রাজত্ব, ধ্বংস করা হয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন ব্যক্তিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের পূজারী ছিলেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগণের কাছে তার ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ ছড়িয়ে দিতে পারেননি। তাই দেখা যায় দিনের পর দিন ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ ছেড়ে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়' গ্রন্থে মোহাম্মদ মাহাবুবর রহমান ও মুনতাসির মামুন দাবী করেছেন, অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করতে ভারত বিভাগের পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ পূর্ব বাংলা ছেড়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে- শুধু ধর্মীয় নির্যাতনের ভয় নয়। মাহাবুবর রহমানের এই যুক্তি মেনে নেওয়া খুব কঠিন। বাংলাদেশের জনগণনার রিপোর্টের দিকে তাকালে এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায়, দিনের পর দিন ক্রমশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা নিম্নগামী হচ্ছে বাংলাদেশে। ১৯৪১ সালে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার ২৮ শতাংশ ছিল হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানুষ। ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২২.০৫ শতাংশে, ১৯৬১ সালে সংখ্যাটি কমে দাঁড়ায় ১৮.৫০ শতাংশ, ১৯৭৪ সালে নবগঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনগণনার রিপোর্টের দিকে তাকালে যে চিত্র আমাদের সামনে আসে সেটা অত্যন্ত

হতাশামূলক ও লজ্জাজনক (১৯৭৪ সালে হিন্দু জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১৮.৫০ শতাংশ থেকে কমে ১৩.৫০ শতাংশ হয়)। প্রসঙ্গ এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র যুবক। বহু হিন্দু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। পাশাপাশি হিন্দু জনসংখ্যার পরিমাণ হ্রাস পেল, এটা অত্যন্ত হতাশামূলক। এই চিত্র আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে মুক্তি আন্দোলনের সময় যে সমস্ত হিন্দু ভারতে পালিয়ে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তারা আর অনেকেই স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে যান নি। বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ তাদের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারেনি। বাংলাদেশ সরকারের পরবর্তী জনগণনার দিকে তাকালে চিত্রটি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, ধর্মীয় নির্যাতনের ভয়ে প্রতিনিয়ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ১৯৮১ সালে জনগণনা রিপোর্ট বলছে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১২.১৩ শতাংশ মানুষ হিন্দু জনগোষ্ঠী রয়েছে এবং ১৯৯১, ২০০১, ২০১১, ২০২২ সালে যথাক্রমে ১০.৫১, ৯.৬০, ৮.৫৪, ৭.৯৫ শতাংশ হিন্দু জনগোষ্ঠীর মানুষ বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছে।[১৩]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় নির্বাচনের সময় উগ্র ইসলামী মৌলবাদ মাতাচাড়া দেয়। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানুষের উপর চলে অমানবিক নির্যাতন। খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আক্রমণ, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা সংবাদমাধ্যমে সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ধর্মীয় নিপীড়নের আরেকটি জ্বলন্ত উদাহরণ হল ২০২১ সালের সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুদের দুর্গাপূজার মন্ডপে আক্রমণের ঘটনা বহু দূর্গা মন্দির ও প্যান্ডেল ভেঙে গুড়িয়ে দেয় ইসলামী মৌলবাদী দাঙ্গাকারিরা। প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। দুষ্কৃতিকারীদের দুর্গা মন্দিরের ওপর আক্রমণের ঘটনা মাথা নত করে দিয়েছিল বাংলাদেশের।

বঙ্গবন্ধুর কন্যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে অত্যন্ত আন্তরিকতা প্রদর্শন করছে। দাঙ্গাকারী ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। পাশাপাশি বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান পরিষদের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। কোথাও জাতিগত দাঙ্গা দেখা দিলে তার প্রতিবাদ করছে ও সরকারের কাছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপযুক্ত নিরাপত্তার দাবি জানাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপযুক্ত নিরাপত্তা ও অধিকার বজায় রাখতে ও

বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক একটি জাতি রাষ্ট্রে উন্নীত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

তথ্যসূত্র:

১. হাসিনা, শেখ, শেখ মুজিব আমার পিতা, আগামি প্রকাশনী, ২০১৭, পৃ. ২৫।
২. মুজিবুর রহমান, শেখ, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দী ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২, পৃ. ১৩।
৩. জাহান, ড: রওনক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গবেষণা সেল, ২০১৯, পৃ. ৬-৭।
৪. মজিবুর রহমান, শেখ, আমার দেখা নয়া চীন, বাংলা একাডেমি, ২০২০, পৃ. ১০৯-১১১
৫. মামুন, মুনতাসির ও রহমান, মোহাম্মদ মাহাবুবর, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস, সুবর্ণ, ২০১৫, পৃ. ৪০-৫৮।
৬. মামুন, মুনতাসির, ৬ দফায় স্বাধীনতার অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধু, মাওলা ব্রাদার্স, ২০২০, পৃ. ১০।
৭. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৬৩-৭১।
৮. তদেব, পৃ. ৮২-৮৯।
৯. আমার দেখা নয়া চীন, পৃ. ১১২-১১৬।
১০. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা, পৃ. ৫-৬।
১১. Jahan, Rounaq,Bangabandhu's vision of Secularism for Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 2021, pp.3-18
১২. Sheikh Mujibur Rahman at Brigade parade ground, Kolkata, 1972,Https://Youtube.be/CbLcUTMLqok
১৩. Census of India 1901-1941, Census of East Pakistan 1951-1961, Bangladesh Government Census 1974-2022